Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

Uttarakanda of the Valmiki Ramayana is interpolated: A short review

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত:একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

Sisir Kumar Dhali

Department of Bengali, University of Kalyani, Nadia, West Bengal, India

Abstract

Two of the four greatest epics of world literature have been written in India. According to popularity, the acceptance of the *Ramayana* and the *Mahabharata* by the *Iliad* and the *Odyssey* is also ruled out. In this two great ageless epic of Indian Aryan Culture, *Ramayana*'s popularity is more than that of the *Mahabharata*. Because of that, many people have embraced the basic elements of their culture with the basic stories of *Ramayana* during the period of time. For this reason the rise of the original *Ramayana* has also increased considerably. For many reasons, many critics believe that *Valmiki* finished his epic by composing up to' *Lankakanda'*. In other words, the *'Uttarakanda'* of the *Ramayana* is interpolated. Whereas the *'Adikavi' Valmiki* composed the entire epic including *'Uttarakanda'*, there are many convincing proofs in the original poetry.

Key words: Valmiki, Ramayana, Uttarakanda, interpolated.

Article

"নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"[১]

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে আনন্দোচ্ছ্বাসের শেষ নেই। প্রাচীন গ্রীসে যেমন ইলিয়ড ও ওডিসী আমাদের ভারতবর্ষেওতেমনি রামায়াণ মহাভারত সমগ্রভারতের হৃদপদ্মস্বরুপ। কাল-কালান্তর ধরে এ কাব্য আপামোর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে –নিঃসন্দেহে ভারতীয় মনীষার এ এক অনন্য নিদর্শন। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রামায়ণ রচিত হয়েছিল।[২] মনে করা হয়, মহাভারতের মতো রামায়ণও বহুকবির রচনা-যাঁরা তাদের স্বকপোলকল্পিত রচনাগুলিকে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে আত্মগোপন করিয়েছেন। যে কারণে মূল রামায়ণের সাপেক্ষে প্রচলিত রামায়ণের কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।আদিকবি বিরচিত এই বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে পন্ডিত ও গবেষকদের মতবিরোধের অন্তনেই। গবেষকদের সিংহভাগ মনে করেন-'উত্তরকাণ্ডে কতগুলি সর্গ আছে প্রক্ষিপ্ত',যুদ্ধকাণ্ড শেষে রামমাহাত্ম্য আছে,তাতেই প্রমাণ হয় যে মূলগ্রন্থ এখানেই সমাপ্ত'। আদিকবির মূলকাব্য মিলনান্ত —অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর পুনরায় রামসীতার বিচ্ছেদের ঘটনা বাল্মীকি রচনা করেননি। A.Berriedal Keith-'Valmiki and those who improved on him'[৩] – ধারণায় বহু রচয়িতার আভাস দেন। এমনকি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালচারী তাঁর সংক্ষেপিত ইংরেজি অনুবাদে সপ্তমকাণ্ডটি (উত্তরকাণ্ড) সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। কেননা, সীতার দ্বিতীয় বিসর্জন কিছুতেই সহ্য করা যায়না। মোদ্দাকথা রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' আদিকবি বাল্মীকি রচিত নয়-- প্রক্ষিপ্ত।

আদিকবি বাল্মীকি মহাকাব্যের প্রথমদিকে সমগ্র রামায়ণ রচনা করে শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুন্ঠলোকে গমন করাবেন এমন স্পষ্ট ঈঙ্গিত দিয়েছেন,----

" দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।।"[৪]

অর্থাৎ, ইনি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্মে নিয়োগ করে শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করবেন এবং এগার হাজার বৎসর রাজ্যভোগ করে বৈকুন্ঠলোকে গমন করবেন। বলাবাহুল্য,দেবর্ষি নারদের এই বিবরণে 'সীতার বনবাস' প্রভৃতির উল্লেখ নেই। কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় সীতার বনবাস আদিকবি বাল্মীকি রচিত নয় ? এ স্থলে মহামুনি বাল্মীকির প্রশ্ন শুনে ত্রিলোকজ্ঞ নারদ বহুগুণের আকর ইক্ষাকুবংশজাত শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত করেন। দেবর্ষি নারদ কথিত এই আখ্যানভাগে ক্রৌঞ্চবধের ঘটনা নেই –তাতেই কি প্রমাণ হয় আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চবধের ঘটনা রচনা করেননি—এটি প্রক্ষিপ্ত ? যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে দেবর্ষি নারদ কথিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণে সীতার বনবাস প্রভৃতি অংশগুলি না থাকলে বাল্মীকি রচিত নয় এমন ধারণা কতটা প্রমাণ সাপেক্ষ তা অবশ্যই প্রশ্নচিহ্নের দাবী রাখে। উপরোক্ত শ্লোকে উল্লেখিত হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র আগার হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর মানবলীলা সংবরণ করবেন। এই ঘটনা পুনরায় উদ্দিষ্ট হয় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে,---

"পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চত্য মহামতিঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ শরীরং সহানুজঃ।।"[৫]

অর্থাৎ, পিতামহ ব্রহ্মার কথামত মহামতি রামচন্দ্র কর্তব্য স্থির করে ভাতৃগের সহিত সশরীরে তাঁর বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করলেন। নারদমুনি প্রণীত সমস্ত ঘটনাই যদি আদিকবি বাল্মীকি রচিত হয়, তবে উত্তরকাণ্ড অবশ্যই বাল্মীকি রচিত। কেননা, ব্রহ্মার কথামত দেবর্ষি নারদ কথিত সমগ্র রামচরিতের কোন অংশই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে না --

"তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতন্তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।।"[৬]

অর্থাৎ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাক্ষসদিগের যে সকল প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য বিবরণ তোমার অজ্ঞাত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হবে; এই বাক্যে কোন কথাই মিথ্যা হবে না।

আদিকাণ্ডে আছে—

"চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গসতান্ পঞ্চ ষট্কাণ্ডাণি তথোত্তরম্।।"[৭]

অর্থাৎ,মুনিবর ভগবান বাল্মীকি এই প্রবন্ধে প্রথমত ছয়কাণ্ড পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং শেষে উত্তরকাণ্ড রচনা করার ঈঙ্গিত দিয়েছেন। মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি রামের অতীত ও ভবিষ্যতকাল সংক্রান্ত সকল ঘটনাযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করে মুনিবেশধারী কুশীলবকে দিয়ে রামায়ণ কীর্তন করিয়েছিলেন। আশ্রমবাসী,যশস্বী,দেবকুশল, ধর্মজ্ঞ রাজপুত্র ভ্রাতাদ্বয় কুশীলবের প্রসঙ্গ কীর্তিত হয়েছে উত্তরকাণ্ডে। অতএব, ইতিমধ্যে সীতা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে এমত মনেকরা যেতে পারে, কেননা সীতার বনবাসের পরই বাল্মীকি আশ্রমে কুশীলবের জন্ম হয়। আদিকবি বাল্মীকি নিজেই রামায়ণ রচনা করে আশ্রমপালিত ভ্রাতাদ্বয়কে দিয়ে রামায়ণ কীর্তন করিয়েছিলেন,-

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্তবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রত।।"[৮]

অর্থাৎ, চরিতব্রত, বাল্মীকি, সেই দুজনকে বেদের তাতপর্য গ্রহণার্থে রাম ও সীতার সকল চরিত সম্বলিত রাবণবধ নামক এই কাব্য শেখালেন।

সুতারাং, রামায়ণ পূর্বেই রচিত। হয়তো উত্তরকাণ্ডের সমস্ত ঘটনা স্থান পায়নি, অথবা সম্পূর্ণতা পেয়ে থাকলেও কুশীলবের কাছে রামচন্দ্রের পরিচয় গোপন রেখেই রামায়ণ কীর্তন করিয়েছিলেন। যাইহোক,এখনো পর্যন্ত সীতার দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়নি কিন্তু দ্বিতীয়বার সীতা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে—তা না হ'লে কুশীলবের প্রসঙ্গ আসতোই না। তাঁরা যে আশ্রমলালিত আশাকরি এই বিষয়ে কারো সংশয় নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আদিকবি আশ্রমবাসী, মুনিবেশধারী কুশীলবকে দিয়েই বা রামায়ণ কীর্তন করিয়েছিলেন কেন? তাঁরা যশস্বী, দেবকুশল, ধর্মজ্ঞ রাজভ্রাতা ছিলেন? আদিকবি বিরচিত অপূর্ব শোককাব্য অপূর্ব বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অপূর্ব সুরসহযোগে পরিবেশন করবার অলীক কৌশল তাঁরাই রপ্ত করেছিলেন? নাকি আদিকবির মানসজগতে সদাবিরাজমান রাম-সীতার মিলন চির আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না—

আশ্রমলালিত মুনিবেশধারী কুশীলবকে দিয়ে রাজসভায় অপূর্বসুরসহযোগে রামায়ণ গান কীর্তন করিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে সীতা বিসর্জন শোকোৎপাদন এবং রামায়ণের ইতিবৃত্ত টানার জন্য। যাঁর হৃদয়ে সতত রামসীতা মূর্তি বিদ্যমান তিনি এই অপূর্ব শোকোকাব্যের ইতিবৃত্ত জানতেন না – এমন অমূলক প্রত্যাশা হৃদয়ে স্থান না দেওয়াই শ্রেয়। উত্তরকাণ্ডের সমস্ত ঘটনাই আদিকবি বাল্মীকির সমক্ষে ঘটেছিল; রামায়ণে কুশীলবের প্রসঙ্গের সংযোজনই তার অকাট্য প্রমাণ।

শ্রীযুক্ত বসু মনে করেন,-"যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণ মাহাত্ম্য আছে তাতেই প্রমাণ হয় যে মূলগ্রন্থ এখানেই সমাপ্ত।"[৯] প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এমন বহুগ্রন্থ আছে যেখানে মঙ্গলসূচক সমাপ্তি গ্রন্থপাঠের মাহাত্ম্য দিয়ে শেষ হয়েছে— যেমন মঙ্গলকাব্য, মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কাশীদাসী মহাভারত' ইত্যাদি। আদিকবি বিরচিত রামায়ণে কেবল লঙ্কাকাণ্ডের শেষেই যদি রামায়ণ মাহাত্ম্য থাকত, তবে রাজশেখর বসু কর্তৃক এই যুক্তিকে শীরোধার্য করা যেত। কিন্তু আদিকবির বাল্মীকি রামায়ণে কেবল লঙ্কাকাণ্ডের শেষেই নয়— সমগ্র রামায়ণে একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে আছে রামায়ণ মাহাত্ম্য। যেমন আদিকাণ্ডে—

" এতদাখ্যানমায়ুষং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।।
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ ।
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।।
বণিগ্‌জনঃ পুন্যফলত্বমীয়াৎ,
জনশ্চ শূদ্রোহপি মহত্বমীয়াৎ।।"[১০]

অর্থাৎ, যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুন্যতম অদ্বিতীয় বেদস্বরূপ রামচরিত পাঠ করেন, তিনি অখীল পাপ থেকে মুক্ত হন। মনুষ্য এই আয়ুর্বৃদ্ধিকর রামায়ণ পাঠ করলে পুত্রপৌত্র ও দাসদাসীগণের সহিত ইহকালে বিবিধ সুখ ভোগান্তে দেহত্যাগ করে স্বর্গলোকে স্বর্গীয় ব্যক্তি সমূহ কর্তৃক সৎকৃৎ হয়ে প্রমুদিত হন। ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ পাঠ করলে বাগীশ্বর; ক্ষত্রিয় পাঠ করলে ভূপতি; বৈশ্য পাঠ করলে বানিজ্যে সমধিক লাভবান এবং শূদ্র পাঠ করলে মহত্বশালী হন।

এতদ্ব্যতীত উত্তরকাণ্ডের শেষে রয়েছে ' অথ রামায়ণ শ্রবণ বিধি'—

"শ্রুত্বা রামায়ণং পুন্যং দদ্যাদব্যাসায় দক্ষিণাম্।
সুবর্ণং ধেনুসংযুক্তং বাসাংসি বিধিধানি চ।।
কর্ণয়োঃ কুন্ডলে দদ্যাদঙ্গুলীয়কমেব চ।
শয্যাসনং তথাচ্ছত্রমুপানৎ করকং তথা।।"[১১]

অর্থাত,এই পবিত্র রামায়ণ শুনে পাঠককে স্বর্ণ দক্ষিণা, ধেনু, নানারূপ বসন, কর্ণযুগলে কুন্ডল অঙ্গরীয়ক, শয্যা, ছত্র, আসন, পাদুকা, ভুমি, অন্ন ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি দান করবে।

এছাড়াও—

"আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্।।
পুত্রদারাশ্চ বর্দ্ধন্তে সম্পদঃ সন্ততিস্থা।
সত্যমেতদ্বিদিত্বা তু শ্রোতব্যং নিয়তাত্মভিঃ।।"[১২]

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত এই আদিকাব্য রামায়ণ শুনবে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হবে। এবং তার সম্পদ স্ত্রী পুত্রাদি সন্ততিসকল পরিবর্ধিত হবে; সুতরাং সংযতভাবে এবং সত্যজ্ঞানে শ্রবণ করা উচিত। অতএব, যুদ্ধকাণ্ডের শেষে রামায়ণের ফলশ্রুতি বিষয়ক রামায়ণ মাহাত্ম্য আছে বলে মূলগ্রন্থ এখানেই সমাপ্ত এমন ধারণা মেনে নেওয়া যায় না।

শ্রীমান বসু মহাশয় আরও বলেন- " মূলকাব্য মিলনান্ত, অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রামসীতার পুনর্বার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথা তিনি বাল্মীকি লেখেননি।"[১৩] কিন্তু, মিলনেই যদি কাব্য সমাপ্ত হত, তাহলে কি রামায়ণ এতবড়ো কাব্যের মর্যাদা পেত? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জনপ্রিয় আখ্যান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার

মুখে মুখে সুস্বরে গীত হত? লঙ্কাকাণ্ডের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সীতা অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরকান্না করে যাবজ্জীবন সুখেকাল কাটাতেন –এই যদি আদিকবির রামায়ণ মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হত, তবে কাল-কালান্তর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক ও গভীর হতে পারতো না। বস্তুত, রামায়ণকে অমর কাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন তিনিই যিনি উত্তরকাণ্ড রচনা করেছেন। কেননা, রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দায়ী রামায়ণের উত্তরকান্ড। যে সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ এমন সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হল, ছাড়তে হল স্বেচ্ছায়-এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার। মহাভারতেও দেখি যে রাজ্য নিয়ে এত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল, সে রাজ্য কি পান্ডবেরা ভোগ করেছিল? সব পেয়েও সব হারাতে হল তাদের, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের পথে। যুদ্ধে যখনই জয় পেলেন রাম তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কেননা, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথাই হল-

" কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভুর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।।"[১৪]

অর্থাৎ, 'তোমার কর্মেই অধিকার, কদাচ কর্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্থীও হইও না; কর্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হোক'। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এই জন্যই। তা না হলে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ঘটে আসছে, তার সঙ্গে এসকল মহাকাব্যের কোনও প্রভেদ থাকতো না। রাম-রাবণের, কুরু-পান্ডবের যুদ্ধে ফলের অধিকার নেই, অধিকার কেবল কর্মে- আর তাই এই মাহাকাব্যের পরিসমাপ্তি চিত্তশুদ্ধি। রামায়ণ আমাদের এই শিক্ষা দেয়- ভোগে নয়, ত্যাগেই জীবনের সার্থকতা। কবিগুরু যথার্থই বলেছেন-"রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।"[১৫]

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে প্রক্ষিপ্ত নয় আদিকবি বাল্মীকি রচিত তা আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেখান যেতে পারে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে দেবর্ষি নারদের কথামত রামচন্দ্র 'দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষসতানি চ'। অর্থাৎ, এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করে রাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করবেন। অথচ লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রামচন্দ্রের রাজত্বের সময়কাল নির্দেশিত হয়েছে দশ হাজার বছর-

"সর্ব্বে লক্ষ্মণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ।।"[১৬]

অর্থাৎ, রামের শাসনগুণে তাঁর সুলক্ষণসম্পন্না ধর্মপরায়ণ প্রজাপুঞ্জ হৃষ্টমনে নিজ নিজ কর্মে নিরত থেকে ধর্মানুষ্ঠান করত, কেউই অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হতো না। রামচন্দ্র এইরূপে দশসহস্র বছর রাজত্ব করেছিলেন। অর্থাৎ, রাম লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন এবং আরো এক হাজার বৎসর রাজত্ব করবেন এমন ঈঙ্গিত স্পষ্ট। আদিকবি বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ যদি লঙ্কাকাণ্ডে শেষ হ'ত, তবে বালকান্ডে নির্দেশিত সময়ানুসারে অতিরিক্ত এক হাজার বছরের নির্দেশ থাকতো না। কেননা, বালকাণ্ডে নির্দেশিত রামচন্দ্রের রাজত্বের সময়কাল এগার হাজার বৎসর। যেখানে সময়কাল এতো স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেখানে রামায়ণের 'পূর্বকবি' ও 'উত্তরকবি'র ব্যবধান স্বীকার করার কি সার্থকতা আছে ? বরং এতে অনর্থক জটিলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় প্রকারান্তরে।

আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণে সীতার দ্বিতীয় বিসর্জন অনেক সমালোচক মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির চিরকালীন আবেদনের দিকে তাকিয়ে আদিকবিকে এই বিয়োগান্ত পরিনতির কথা ভাবতে হয়েছিল। যে কারণে যুদ্ধকাণ্ডের পরেও আদিকবিকে শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের ঘটনা সুকৌশলে সংযোজিত করাবার জন্য রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের অবতারণা করতে হয়। সমগ্র রামায়ণ বিচরণ করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ড আমাদের যা না ভাবায়, এক উত্তরকাণ্ডের শোকোৎপাদন ঘটনাগুলি তার কয়েকগুণ বেশি ভাবায়। জগতের স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ও মহাকবিদের এ-ই এক রীতি তাঁরা একছত্র রচনা করে পাঠকে দিয়ে দশছত্র ভাবিয়ে নেন। মহাভারতের পরিনতিও ঠিক একইভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন মহর্ষি বেদব্যাস। উদ্যোগপর্ব থেকে সৌপ্তিকপর্ব পর্যন্ত কেবল 'যুদ্ধংদেহি'- কিন্তু তাতে আমাদের মন কাঁদে না –যখনই সর্বস্ব ত্যাগ করে পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে চললেন তখন হৃদয়ের অকৃত্রিম ব্যাকুলতা অশ্রুধারা হয়ে নেমে আসে। সুতরাং মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের 'স্বর্গারোহনপর্ব' বাদ দিলে মহাভারতের যে শিল্পগত ক্ষতি হয় – আদিকবি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাদ দিলে সেই একই ত্রুটি সাধিত হবে।

আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করে কুশীলবকে দিয়ে তা পরিবেশন করিয়েছিলেন। এরপরই রামায়ণের প্রকৃত আখ্যানের সুত্রপাত। এই ঘটনার সাযুজ্য পুনরায় রচিত হয়েছে উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রামচন্দ্রের রাজসভায় কুশীলব কর্তৃক রামায়ণ গান কীর্তন প্রসঙ্গে। ঋষি বাল্মীকি কুশীলবকে বলেন-

"রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম্ম চ কুর্ব্বতে।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ।।"[১৭]

তোমরা রাজভবনে, রাজপথে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারের নিকটে এবং যজ্ঞস্থলে ঋত্বিকগণের সম্মুখে গিয়ে পরমানন্দে রামায়ণ গান কর। অতএব, বাল্মীকি সমগ্র রামায়ণ রচনা করে কুশীলবকে দিয়ে তার কীর্তন করিয়েছিলেন। কেবল কুশীলব জানতো না শ্রীরামচন্দ্রই তাঁদের ঔরসজাত পিতা; পক্ষান্তরে শ্রীরামচন্দ্রও কুশীলবের পরিচয় জানতেন না। আদিকবি কৌশলবসত কুশীলবকে দিয়ে কেবল বিংশতি সর্গের গান করিয়েছিলেন। কৌতুহলাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র আখ্যান রচয়িতার পরিচয় জানতে চাইলে কুশীলব জানায়-

"বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
.....
আদিপ্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গসতানি চ।
কান্ডানি ষট্কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মানা।।"[১৮]

মহারাজ,-ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্যে আদি থেকে উত্তর পর্যন্ত সাতকাণ্ডে এবং পাঁচশত সর্গে বিভক্ত।

এছাড়াও বালকাণ্ডে নির্দেশিত শ্রীরামচন্দ্রের এগার হাজার বছর রাজত্বের পর মহাপ্রস্থানের কথা পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে উত্তরকাণ্ডে -

"স ত্বমুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জগতো বর।
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী মানুষেষু মনোহদধাঃ।।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কত্বা বাসন্য নিয়মং স্বয়মেবাত্মনা পুরা।।"[১৯]

প্রভো,-প্রজাসকলকে বিনষ্টপ্রায় দেখে সেই সনাতন আপনিই রাবণকে সংহার করবার জন্য একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্যলোকে বাস করবেন; নিজেই এইরূপ নির্দেশপূর্বক মনুষ্যরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং উত্তরকাণ্ড সমেত রামায়ণের এই একাদশ সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘকালে শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের ইতিহাস যে আদিকবি বাল্মীকি রচিত এতে আর প্রশ্নচিহ্ন থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং মহাভারতের মতো রামায়ণ বহুকবির রচনা; আভ্যন্তর প্রমাণ বলে আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড পরবর্তিকালের সংযোজন; অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর রাম-সীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল,-এমন ঘটনা বাল্মীকি রচনা করেননি- ইত্যাদি পন্ডিতপোষিত মন্তব্যে যাঁরা সান্ত্বনা খোঁজেন, তাঁদের সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি না। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের যা কিছু খ্যাতি, মহত্ব,গুরুত্ব, গ্রহনযোগ্যতা ও সার্থকতা তার সিংহভাগ বহন করে উত্তরকাণ্ড। সুতরাং আদিকবি এই অংশের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি বা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই অংশ বাদ দিয়েছেন- এমন অন্তসারশূন্য ধারণা তিলার্ধের জন্যও কাঙ্ক্ষিত নয়। কেননা, বাল্মীকি রচিত রামায়ণ 'ষট্কাণ্ডাণি তথোত্তরম'- কেবল ষট্কাণ্ডাণি নয়। বরং আমরা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সহমতপোষণ করে বলবো– " বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যুন। উত্তরকাণ্ড যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকি প্রতীম নিশ্চয়ী; বস্তুত, রামায়ণকে অমরকাব্যে পরিণত করেছেন তিনিই।"[২০]

তথ্যসূত্রঃ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষা ও ছন্দ
২. দাস, করুণাসিন্ধুঃ সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা, রত্নাবলী, কলিকাতা ২০১৫।
৩. Keith, Berriedale Arthur: A History of Sanskrit- Literature, vol. 50 (1930).
৪. বাল্মীকি-রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সর্গ ১, শ্লোক ৯৮।
৫. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ১২৩, শ্লোক ১২।

৬. বাল্মীকি-রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সর্গ ২, শ্লোক ৩৫।
৭. বাল্মীকি-রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সর্গ ৪, শ্লোক ২।
৮. বাল্মীকি-রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সর্গ ৪, শ্লোক ৭।
৯. বাল্মীকি রামায়ণ- সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, ভুমিকা।
১০. বাল্মীকি-রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সর্গ ১, শ্লোক ১০০-১০১।
১১. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, অথ রামায়ণশ্রবণবিধিঃ, শ্লোক ১-২।
১২. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, অথ রামায়ণশ্রবণবিধিঃ, শ্লোক ৮-৯।
১৩. বাল্মীকি রামায়ণ- সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, ভুমিকা।
১৪. শ্রীমদ্ভগবদগীতা- অধ্যায় ২, শ্লোক ৪৭।
১৫. প্রাচীন সাহিত্য (রামায়ণ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা-১১।
১৬. বাল্মীকি-রামায়ণম্, লঙ্কাকাণ্ড, সর্গ ১৩০, শ্লোক ১০৪।
১৭. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ১০৬, শ্লোক ৬।
১৮. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ১০৭, শ্লোক ২৪, ২৬।
১৯. বাল্মীকি-রামায়ণম্, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ১১৭, শ্লোক ১১, ১২।
২০. প্রবন্ধ সংকলন (রামায়ণ)- বুদ্ধদেব বসু, পৃষ্ঠা-১২৫।